সংবাদ

তারিখ 10 JAN 2013
পৃষ্ঠা ... কলাম ...

রাজধানীর সরকারি স্কুলগুলোতে ভর্তি পরীক্ষার চিত্র। বৃহস্পতিবার গভর্নমেন্ট ল্যাবরেটরি হাইস্কুলে লাইন দিয়ে পরীক্ষা কেন্দ্রে ঢুকছে ভর্তি পরীক্ষার্থীরা (বামে)। ... এক পরীক্ষার্থী (মাঝে) ও অপেক্ষমাণ উৎকণ্ঠিত অভিভাবকরা (ডানে)

সরকারি স্কুলে ভর্তিযুদ্ধ শুরু

২শ' ৪০টি আসনের জন্য পরীক্ষার্থী ২ হাজার ৮শ'

নিজস্ব বার্তা পরিবেশক : প্রচণ্ড শীতেও ভিন্ন মাত্রার উত্তাপ ব্যবসায়ী আনসার আলীর অনুভূতিতে। তার পাঁচ বছরের সন্তান ভর্তি পরীক্ষা দিচ্ছে গভর্নমেন্ট ল্যাবরেটরি হাইস্কুলে প্রথম শ্রেণীতে ভর্তি হওয়ার জন্য। মাত্র ২শ' ৪০টি আসন। তার জন্য ভর্তি পরীক্ষায় অংশ নিচ্ছে প্রায় ২ হাজার ৮শ' জন। কেমন পরীক্ষা দিচ্ছে সন্তান, নগরীর অন্যতম সেরা এই শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে তার সন্তান ভর্তি হতে পারবে তো? শুধু আনসার আলী নয়, তার মতো শত শত অভিভাবক এমনি উৎকণ্ঠিত চিত্তে গতকাল দাঁড়িয়েছিলেন গভর্নমেন্ট ল্যাবরেটরি, মোহাম্মদপুর সরকারি হাইস্কুল, মতিঝিল সরকারি বালিকা উচ্চ বিদ্যালয় প্রভৃতি স্কুলের সামনে। গতকাল থেকে কেন্দ্রীয়ভাবে পরীক্ষা গ্রহণ পদ্ধতিতে রাজধানীর সরকারি স্কুলগুলোতে ভর্তি পরীক্ষা শুরু হয়েছে। গতকাল ২৪টি স্কুলের মধ্যে ক গ্রুপভুক্ত ৮টি স্কুলের ভর্তি পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হয়। গভর্নমেন্ট ল্যাবরেটরি হাইস্কুল, মোহাম্মদপুর সরকারি উচ্চ বিদ্যালয় এবং মতিঝিল সরকারি বালিকা উচ্চ বিদ্যালয় পরিদর্শন করে দেখা গেছে অভিভাবকদের উপচেপড়া ভিড়। একটি ভাল স্কুলে সন্তানকে ভর্তি করার জন্য এ হচ্ছে অন্যরকম যুদ্ধ।

গতকাল সকাল ১০টা থেকে দুপুর ১টা

ভর্তি : পৃঃ ১১ কঃ ৬

ভর্তি : যুদ্ধ

(১ম পৃষ্ঠার পর)

পর্যন্ত এই ভর্তি পরীক্ষা চলে। ভর্তি পরীক্ষা শেষ হওয়ার পর গভর্নমেন্ট ল্যাবরেটরি স্কুলের সামনে দেখা গেল অন্যরকম দৃশ্য। স্কুল ভবন থেকে মাঠের মধ্যে প্রায় ৩শ' গজ জায়গা ঘিরে ফেলা হয়েছে বাঁশ দিয়ে। পরীক্ষাশেষে শিক্ষার্থীরা বের হচ্ছে, আর বিএনসিসি, স্বেচ্ছাসেবকরা বাচ্চাদের বিভিন্ন কক্ষ থেকে বের করে বাঁশ দিয়ে ঘেরা অংশে লাইনে দাঁড় করিয়ে কক্ষ নং, শ্রেণী আর রোলনম্বর সংবলিত ফেস্টুন প্রদর্শন করে দৃষ্টি আকর্ষণ করছে অভিভাবকদের। অভিভাবকরা ব্যাকুল হয়ে খুঁজে ফিরছেন তাদের সন্তানদের।

কথা হলো শরীফা খাতুন নামে একজন অভিভাবকের সঙ্গে। গত বছর তার মেয়েকে ভর্তি করেছেন ভিকারুননিসা নূন স্কুল ও কলেজে। এবার ছেলেকে ভর্তি করাচ্ছেন গভর্নমেন্ট ল্যাবরেটরি হাইস্কুলে। তিনি বললেন, পরপর দু'বছরই তার কাছে একই চিত্র। তার মতে, এখন একেবারে শুরু থেকেই

সন্তানদের নিয়ে যুদ্ধ শুরু হয়। চলে সারাজীবন। তীব্র প্রতিযোগিতার কারণেই এই অবস্থা। তাছাড়া ভাল স্কুলের সংখ্যা খুব কম হওয়ায় অভিভাবকদের উৎকণ্ঠাও বেশি। তার কথার প্রতিধ্বনি পাওয়া গেছে মতিঝিল সরকারি উচ্চ বালিকা বিদ্যালয়ের সামনে সুলতানা খানম নামে আর একজন অভিভাবকের কণ্ঠে। তিনি বললেন, রাজধানীর সবগুলো স্কুলে পড়ালেখার মান ভাল হলে বাচ্চাদের নিয়ে এত টেনশনে পড়তে হতো না অভিভাবকদের। তার প্রশ্ন, সব স্কুলে একই মানের পড়ালেখা চালু করা কি সম্ভব হবে না কোনদিন?

উল্লেখ্য, রাজধানীর ২৪টি সরকারি স্কুলের মধ্যে হাতেগোনা দু'তিনটি স্কুলেই অভিভাবক, শিক্ষার্থীদের ভিড় বেশি। কারণ এসব স্কুলে পড়ালেখা ভাল হয়, বোর্ড পরীক্ষার ফলাফলও ভাল হয়।

আগামীকাল শনিবার খ গ্রুপভুক্ত ৮টি স্কুল মতিঝিল সরকারি বালক উচ্চ বিদ্যালয়, নারিন্দা সরকারি উচ্চ বিদ্যালয়, গভর্নমেন্ট মুসলিম হাইস্কুল, বাংলাবাজার সরকারি বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়, শেরেবাংলা নগর সরকারি বালক উচ্চ বিদ্যালয়, সরকারি বিজ্ঞান কলেজ (স্কুল শাখা), ধানমন্ডি সরকারি বালিকা উচ্চ বিদ্যালয় ও কামরুন্নেছা সরকারি উচ্চ বিদ্যালয়ে ভর্তি পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হবে। গ গ্রুপভুক্ত অবশিষ্ট ৮টি স্কুলে ভর্তি পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হবে আগামী ১৩ই জানুয়ারি।